যুগান্তর

তারিখ 07 AUG 2008
পৃঃ ১ ২

ভারতের ২২ বিশ্ববিদ্যালয় কালো তালিকাভুক্ত

মুসতাক আহমদ

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মোট ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে কালো তালিকাভুক্ত করেছে সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। মানসম্মত শিক্ষাদানে ব্যর্থতা এবং শিক্ষার নামে বাণিজ্য করার দায়ে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২০টির ব্যাপারে ইতিমধ্যে সে দেশের উচ্চতর আদালতের নির্দেশনা পেয়েছে ইউজিসি। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের শাখা বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের ব্যাপারে আদালতে মামলা চলছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া থেকে বিরত থাকতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ভারতের ইউজিসি ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে 'ভুয়া' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। সংস্থার যুগ্ম

তালিকাভুক্ত : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৫

তালিকাভুক্ত : কালো

সচিব অধ্যাপক রাজেশ আনন্দ বলেন, এস বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ প্রদেশ, কেন্দ্রীয় সরকা কিংবা ইউজিসি কারও আইনমতো চলছে না। অবস্থায় তারা কোন অনার্স বা মাস্টার্স ডি প্রদানের অধিকার রাখে না।

মূলত ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার প্রবণতা খুবই বেশি এ কারণে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ওইস বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকা বলে মনে করছে বাংলাদেশের ইউজিসি।

বাংলাদেশের ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপ নজরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, মোট চার ক্যাটাগরিতে দেশে উচ্চশিক্ষা প্রদানকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেখানো হয়েছে। যেস বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেগুলো 'ক্রসবর্ডার হায়ার এডুকেশন ইন্সটিটিউ হিসেবে দেখা হয়েছে। মূলত বেসরকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি জারি না হওয়ার কার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া যাচ্ছে না। ত শিগগিরই আইনটি জারি হচ্ছে বলে জানা তিনি।

ভারতের ইউজিসির প্রকাশিত তালিকামতে মোট ৮টি প্রদেশে 'ভুয়া' বিশ্ববিদ্যালয়গু অবস্থিত। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশেই সর্বোচ্চ ৯ এবং দিল্লিতে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে— মহিলাগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় (এলাহাবাদ), ইন্ডিয়ান এডুকেশ কাউন্সিল (লক্ষ্ণৌ), গান্ধী হিন্দি বিদ্যাপী (এলাহাবাদ), ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অ ইলেকট্রো কমপ্লেক্স হোমিওপ্যাথি (কানপুর) নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ইউনিভার্সিটি (ওপে ইউনিভার্সিটি) আলীগড়, উত্তরপ্রদে বিশ্ববিদ্যালয় (মাথুরা), মহারানা পারতাপ শিক্ষ নিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতাপগড়), গুরুকু বিশ্ববিদ্যালয় (বৃন্দাবন), ইন্দ্রপ্রস্থ শিক্ষা পরিষ (মাকানপুর)।

এছাড়া বিহারের মৈথিলী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বরনেশ্ব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়, কমার্শিয়া ইউনিভার্সিটি লিমিটেড, ইউনাইটেড ন্যাশন ইউনিভার্সিটি, ভোকেশনাল ইউনিভার্সিটি এডিআর-সেন্ট্রিক জুরিডিকাল ইউনিভার্সিটি কর্ণাটকের বাধাগাড়ি সরকার ওয়ার্ল্ড ওপে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন সোসাইটি, কেরালা সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি, মধ্যপ্রদেশে কেশরওয়ানি বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্রের রাজ এরাবিক ইউনিভার্সিটি এবং তামিলনাড়ু ডিডিবি সংস্কৃতি ইউনিভার্সিটি।

লক্ষ্ণৌর ভারতীয় শিক্ষা পরিষদের বিএড এমএড এবং অন্যান্য ডিগ্রি প্রদানের বিষয়া বর্তমানে আদালতে ফয়সালার প্রক্রিয়াধীন ভারতের ইউজিসি জানায়, কালো তালিক প্রকাশের আগে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপা আদালতে মামলা ও শিক্ষা ব্যবসা করার আই স্বীকৃতি তারা পেয়েছেন।

এদিকে ভারতে 'আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অ হাওয়াই' নামে একটি ভুয়া বিশ্ববিদ্যাল কার্যক্রম চালাচ্ছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে, ওই নামে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কিন্তু শিক্ষা ব্যবসা ও মানসম্মত শিক্ষাদান না করার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সেটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। তবে 'ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই' নামে যুক্তরাষ্ট্রে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেটি সম্পূর্ণরূপে সরকার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশেও অন্তত ৫৫টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম রয়েছে। বাহারি নাম আর চমকপ্রদ ও লোভনীয় অফারে এসব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হলেও বাংলাদেশের ইউজিসি তাদের ব্যাপারে নিশ্চুপ। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে চলছে লাগামহীন বাণিজ্য। শিক্ষার নামে চালাচ্ছে অবাধ বাণিজ্য সনদ বিক্রির মহোৎসব চললেও ইউজিসির বর্তমান কর্তৃপক্ষ তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।

ইউজিসির বিগত প্রশাসনের আমলে শিক্ষার নামে বাণিজ্য নিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম ও তৎপরতা ছিল। বর্তমান প্রশাসনের আমলে অনেক